দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

বুধবার, ২১ জানুয়ারি, ২০২৬

কৃষি জমি সুরক্ষা ও দেশি ধানের গুরুত্বে ব্রি পরিদর্শনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর

গাজীপুর|: প্রকাশ: বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১০:৩০

কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার কমানো, দেশীয় ধানের জাত সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার| মঙ্গলবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন| ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, এগ্রোডাইভারসিটি নষ্ট করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়| কৃষি জমি রক্ষা, দেশীয় ধানের জাত সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে| একই সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত হাইব্রিড ধানের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং অতিমাত্রায় বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি|সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানম, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুকুল| এছাড়া সফরসঙ্গী হিসেবে নয়া কৃষি আন্দোলনের জাহাঙ্গীর আলম জনি ও উভিনিগের কনসালটেন্ট ড. আব্দুস সোবহানসহ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন|মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, দেশীয় ধানের জাত বিদেশে চলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজস্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে| বোরো ধান চাষে সেচের কারণে বরেন্দ্র এলাকায় পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে কিনা, তা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন| তিনি কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক সমন্বয় জোরদার এবং ছোট এনজিওগুলোর সঙ্গে ব্রির সম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন| সভা শেষে ফরিদা আখতার ব্রির জিন ব্যাংক, ফার্ম মেশিনারি শেড ও ব্রি রাইস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন এবং ধান গবেষণায় ব্রির সাফল্য ও অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন|

প্রতিদিনের সংবাদ

কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার কমাতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

গাজীপুর: প্রকাশ: বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১০:৩০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আমাদের এগ্রোডাইভারসিটি রক্ষা করতে হবে। এগ্রোডাইভারসিটির ক্ষতি করে এগোতে পারবো না। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার কমাতে হবে। তিনি মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সদর দপ্তর পরিদর্শন গিয়ে মতবিনিময় সভায় এ সব কথা বলেন।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানম এবং বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুকুল উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা ফরিদা আখতার আরও বলেন, আমাদের দেশীয় ধানের জাতগুলো আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। আমরা জেনেছি, আমাদের দেশি জাতগুলো বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশীয় জাত বিদেশে সংরক্ষণের চেয়ে আমাদের নিজেদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর বিকল্প নেই। ধানে কিছু কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা হয় যা বেশি মাত্রায় টক্সিক। এগুলো শনাক্ত করে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে অনেক অনিয়ন্ত্রিত হাইব্রিড ধানের জাত রয়েছে, এগুলো নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এমন দেশি জাতের ধান শনাক্ত করতে হবে এবং এগুলোর উৎপাদন বাড়াতে হবে। বোরো ধান চাষে ইরিগেশনের জন্য বরেন্দ্র এলাকায় পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে।মতবিনিময় সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টার সফরসঙ্গী নয়া কৃষি আন্দোলনের জাহাঙ্গীর আলম জনি এবং উভিনিগের কনসালটেন্ট ডক্টর আব্দুস সোবহানসহ প্রায় ১৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ব্রি জিন ব্যাংক, ফার্ম মেশিনারি শেড এবং ব্রি রাইস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। ব্রি'র প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের প্রযুক্তি সম্পাদক ও প্রধানমো. রাশেল রানা জানান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ব্রির কার্যক্রম, সাফল্য ও অর্জন সম্পর্কে অবগত হন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কালের কণ্ঠ

২১ জানুয়ারি ২০২৬, (পৃঃ১৬ , ১৫)

হাওরের উপযোগী নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন

নিজামুল হক ▷

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোয় রয়েছে মোট ৩৭৩টি হাওর
- দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬ শতাংশ আসে হাওর এলাকা থেকে

হাওরাঞ্চলের কৃষকদের জন্য রয়েছে একটি স্বস্তির খবর। আকস্মিক বন্যা ও প্রজনন পর্যায়ের ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ঠাণ্ডা-সহনশীল একটি নতুন জাতের বোরো ধান উদ্ভাবন করেছে। নতুন এই জাতটির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে ব্রি ধান-১১৮। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি জাতটি ছাড়করণে এরই মধ্যে সুপারিশ করেছে।

ব্রি জানিয়েছে, জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-২৮-এর সঙ্গে ভুটানের একটি ঠাণ্ডা-সহনশীল ধানের সংকরায়ণে এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা এবং ধাপে ধাপে ভালো গাছ বাছাইয়ের মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে দ্রুত কয়েক প্রজন্ম এগিয়ে এনে এই নতুন ধানের জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

হাওরাঞ্চলের উপযোগিতা যাচাইয়ে গাজীপুরে ব্রির গবেষণা খামার, হবিগঞ্জের আঞ্চলিক কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের মাঠে পর পর দুই বছর ফলন পরীক্ষা চালানো হয়। ২০২২-২৩ বোরো মৌসুমে ১০টি স্থানে আঞ্চলিক উপযোগিতা পরীক্ষা এবং ২০২৪-২৫ রবি মৌসুমে ১০টি স্থানে 'চাষ ও ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা' ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়।

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, ১০টি স্থানের মধ্যে চারটি স্থানে চেক জাতের তুলনায় ১০ শতাংশের বেশি ফলন পাওয়া গেছে। সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত জাতটির হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬.৭৭ টন, যেখানে চেক জাতের গড় ফলন ৬.৪১ টন। জাতটির গড় জীবনকাল ১৩৬-১৩৭ দিন, যা হাওর এলাকার জন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে পর পর দুই বছর স্বাতন্ত্র্যতা, একরূপতা ও স্থায়িত্ব পরীক্ষায় জাতটির চেক জাত ব্রি ধান-২৮-এর তুলনায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যতা দেখা গেছে। রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণও বেশির ভাগ স্থানে সহনীয় পর্যায়ে ছিল।

জাতটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে কৃষিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ব্রি ধান-১১৮ একটি আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা প্রায় ১০০ সেন্টিমিটার, পাতা আধা-খাড়া ও প্রশস্ত এবং

►► পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫

হাওরের উপযোগী নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন

নিজামুল হক ▷

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোয় রয়েছে মোট ৩৭৩টি হাওর
- দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬ শতাংশ আসে হাওর এলাকা থেকে

হাওরাঞ্চলের কৃষকদের জন্য রয়েছে একটি স্বস্তির খবর। আকস্মিক বন্যা ও প্রজনন পর্যায়ের ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ঠাণ্ডা-সহনশীল একটি নতুন জাতের বোরো ধান উদ্ভাবন করেছে। নতুন এই জাতটির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে ব্রি ধান-১১৮। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি জাতটি ছাড়করণে এরই মধ্যে সুপারিশ করেছে।

ব্রি জানিয়েছে, জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-২৮-এর সঙ্গে ভুটানের একটি ঠাণ্ডা-সহনশীল ধানের সংকরায়ণে এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা এবং ধাপে ধাপে ভালো গাছ বাছাইয়ের মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে দ্রুত কয়েক প্রজন্ম এগিয়ে এনে এই নতুন ধানের জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

হাওরাঞ্চলের উপযোগিতা যাচাইয়ে গাজীপুরে ব্রির গবেষণা খামার, হবিগঞ্জের আঞ্চলিক কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের মাঠে পর পর দুই বছর ফলন পরীক্ষা চালানো হয়। ২০২২-২৩ বোরো মৌসুমে ১০টি স্থানে আঞ্চলিক উপযোগিতা পরীক্ষা এবং ২০২৪-২৫ রবি মৌসুমে ১০টি স্থানে 'চাষ ও ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা' ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়।

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, ১০টি স্থানের মধ্যে চারটি স্থানে চেক জাতের তুলনায় ১০ শতাংশের বেশি ফলন পাওয়া গেছে। সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত জাতটির হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬.৭৭ টন, যেখানে চেক জাতের গড় ফলন ৬.৪১ টন। জাতটির গড় জীবনকাল ১৩৬-১৩৭ দিন, যা হাওর এলাকার জন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে পর পর দুই বছর স্বাতন্ত্র্যতা, একরূপতা ও স্থায়িত্ব পরীক্ষায় জাতটির চেক জাত ব্রি ধান-২৮-এর তুলনায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যতা দেখা গেছে। রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণও বেশির ভাগ স্থানে সহনীয় পর্যায়ে ছিল।

জাতটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে কৃষিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ব্রি ধান-১১৮ একটি আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা প্রায় ১০০ সেন্টিমিটার, পাতা আধা-খাড়া ও প্রশস্ত এবং

►► পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫